هدية
HADIYAH

মুসলিম উম্মতের সর্বসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দারসসমূহ

الدروس المهمة لعامة الأمة

বাংলা

بنغالي

শাইখ আব্দুল ‘আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায

ⓒجمعية خدمة المحتوى الإسلامي باللغات ، ١٤٤٦هـ

بن باز ، عبدالعزيز بن
الدروس المهمة لعامة الأمة - بنغالي. / عبدالعزيز بن بن باز - ط١.
.- الرياض ، ١٤٤٦هـ
٢٦ ص ؛ ..سم

رقم الإيداع: ١٤٤٦/١١٠١١
ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨٤٧٤-٧٢-٣

الدروس المهمة لعامة الأمة

মুসলিম উম্মতের সর্বসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দারসসমূহ

শাইখ আব্দুল ‘আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায

ভূমিকা

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। আর শুভপরিণাম মুত্তাকিদের জন্য। আল্লাহ সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন তাঁর বান্দা ও রাসূল, আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তার পরিবারবর্গ ও সকল সাহাবীর উপর।

অতঃপর, এ পুস্তিকায় ইসলাম সম্পর্কে সর্বসাধারণের পক্ষে যে সব বিষয় অবগত হওয়া একান্ত অপরিহার্য সেগুলোর একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। পুস্তিকাটি “মুসলিম উম্মতের সর্বসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দারসসমূহ” শিরোনামে অভিহিত করেছি।

আল্লাহ্ তা’আলার কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি যেন এর দ্বারা মুসলিম ভাইদের উপকৃত করেন এবং আমার পক্ষ থেকে তা কবুল করে নেন। নিশ্চয় তিনি মহান দাতা, অতি মেহেরবান।

শাইখ আব্দুল ‘আযীয ইবন আব্দুল্লাহ ইবন বায

মুসলিম উম্মতের সর্বসাধারণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ দার্সসমূহ[১]

প্রথম দার্স

সূরা ফাতেহা এবং ছোট ছোট সূরাসমূহ

সূরা ফাতেহা এবং সূরা যাল্যালাহ থেকে সূরা 'নাস' পর্যন্ত ছোট ছোট সূরাসমূহের যতটা সম্ভব অধ্যয়ন, বিশুদ্ধ পঠন ও মুখস্থকরণ এবং এর মধ্যে যেসব বিষয়ের অনুধাবন অপরিহার্য সেগুলোর ব্যাখ্যা জানা।

দ্বিতীয় দার্স

ইসলামের রুকুনসমূহ

ইসলামের পাঁচ রুকুনের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। তম্মধ্যে প্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রুকুন হলো:

شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ

"একথার সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার কোনো মা'বুদ নেই এবং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর রাসূল।"

১. এটি প্রকাশিত হয়েছে, সম্মানিত শায়েখের গ্রন্থ 'মাজমুউ ফাতাওয়া ওয়া মাকালাত মুতানাওয়িয়াহ' এর তৃতীয় খণ্ডে, পৃষ্ঠা (২৮৮-২৯৮)।

لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ (লা ইলাহা ইল্লাহ) এর শর্তাবলীর বর্ণনাসহ শাহাদাত বাক্যদ্বয়ের মর্মার্থ ব্যাখ্যা করা। এর মর্মার্থ হলো, 'লা-ইলাহা' দ্বারা আল্লাহ ব্যতীত যাদের ইবাদত করা হয়, তাদের সবাইকে অস্বীকার করা এবং 'ইল্লাল্লাহ' দ্বারা যাবতীয় ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্য প্রতিষ্ঠিত করা; এতে তাঁর কোন শরীক নেই। "লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহ" এর শর্তাবলী হলো:

১. ইলম (জ্ঞান): যা অজ্ঞতার পরিপন্থী, ২. ইয়াক্বীন (স্থির বিশ্বাস) যা সন্দেহের পরিপন্থী, ৩. ইখলাছ (নিষ্ঠা) যা শিরকের পরিপন্থী, ৪. সততা যা মিথ্যার পরিপন্থী, ৫. মাহাব্বাত (ভালবাসা) যা বিদ্বেষের পরিপন্থী, ৬. আনুগত্য যা অবাধ্যতা বা বর্জনের পরিপন্থী, ৭. কবুল (গ্রহণ) যা প্রত্যাখ্যানের পরিপন্থী এবং ৮. আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয় তার প্রতি কুফরী বা অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা। এই শর্তগুলো নিম্নোক্ত আরবী কবিতার দুটি পঙ্‌ক্তির মধ্যে একত্রে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে:

এই কালেমা সম্পর্কে জ্ঞান, এর প্রতি স্থির বিশ্বাস, নিষ্ঠা, সততা, ভালবাসা, আনুগত্য ও এর মর্মার্থ গ্রহণ করা:

এই সাথে আট নম্বরে যা যোগ করা হয়, তা হলো: আল্লাহ ব্যতীত যারা অনেক মানুষের কাছে উপাস্য হয়ে আছে, তাদের প্রতি তোমার কুফরী করা।

এই সাথে مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ (মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ) অর্থাৎ- "মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল" এই শাহাদাত বাক্যের অর্থ বিশ্লেষণ করা, এই বাক্যের দাবি হলো: রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর পক্ষ থেকে যে সব সংবাদ দিয়েছেন সে বিষয়ে তাঁর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, তিনি যেসব কাজের নির্দেশ দিয়েছেন তা পালন করা এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন বা বারণ করেছেন তা পরিহার করে চলা। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যে সব বিষয় প্রবর্তন করেছেন কেবল সেগুলোর মাধ্যমেই যাবতীয় ইবাদত সম্পাদন করা। এরপর শিক্ষার্থীর সম্মুখে ইসলামের পঞ্চ ভিত্তির অপর বিষয়গুলোর বিশদ বিবরণ তুলে ধরা: সেগুলো হলো: ২.সালাত ৩. যাকাত, ৪. রমজানের সিয়াম পালন, এবং ৫. সামর্থ্যবান লোকের পক্ষে বায়তুল্লাহ শরীফের হজ্জব্রত পালন করা।

তৃতীয় দার্স

আরকানে ঈমান বা ঈমানের রুকনসমূহ

আরকানে ঈমান অর্থাৎ ঈমানের মৌলিক বিষয় ছয়টি।

সেগুলো হলো:

১- বিশ্বাস স্থাপন করা আল্লাহর তা'আলার উপর,

২- তাঁর ফেরেশতাগণ,

৩- তাঁর অবতীর্ণ কিতাবসমূহ,

৪- তাঁর প্রেরিত নবী-রাসূলগণ ও

৫- আখেরাতের দিনের উপর এবং

৬- বিশ্বাস স্থাপন করা ভাগ্যের উপর, যার ভালমন্দ সবকিছু আল্লাহ পাক হতেই নির্ধারিত হয়ে আছে।

চতুর্থ দার্‌স

তাওহীদ ও শিরকের প্রকারভেদ

তাওহীতের প্রকারভেদের বর্ণনা

তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ) তিন প্রকার। যথা:

(১) তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ (আল্লাহর প্রভুত্বে তাওহীদ)

(২) তাওহীদে উলুহীয়্যাহ (আল্লাহর ইবাদতে তাওহীদ)

(৩) তাওহীদে আসমা ও ছিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে তাওহীদ)

১- তাওহীদে রুবুবিয়্যাহ: এর অর্থ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে, আল্লাহ পাকই সবকিছুর স্রষ্টা এবং সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী, এতে তাঁর কোনো শরীক নেই।

২- তাওহীদে উলুহীয়্যাহ: এর অর্থ এই বিশ্বাস স্থাপন করা যে আল্লাহ পাকই সত্যিকার মা'বুদ, এতে তাঁর কোনো শরীক নেই। এটাই কালেমা 'লা-ইলাহা-ইল্লাল্লাহর মর্মার্থ। কেননা, এর প্রকৃত অর্থ হলো: আল্লাহ ব্যতীত সত্যিকার আর কোনো মা'বুদ নেই। সব প্রকার ইবাদত যেমন, সালাত, সিয়াম ইত্যাদি একমাত্র

আল্লাহরই উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা অপরিহার্য। কোনো প্রকার ইবাদত অন্য কারো উদ্দেশ্যে নিবেদিত করা বৈধ নয়।

৩- তাওহীদে আসমা ও ছিফাত: এর অর্থ এই যে, কুরআন করীমে এবং বিশুদ্ধ হাদীসে আল্লাহ পাকের যেসব নাম ও গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে সেগুলোর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। এগুলোকে আল্লাহ পাকের শানের উপযোগী পর্যায়ে এমনভাবে সাব্যস্ত করা যাতে কোনো অপব্যখ্যা, নিষ্ক্রিয়তা, উপমা অথবা বিশেষ কোনো ধরন বা সাদৃশ্যপনার লেশ না থাকে। যেমন, আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ١]

“বলুন, তিনি আল্লাহ্ এক-অদ্বিতীয় (সূরা ইখলাসঃ ১)

﴿ اللَّهُ الصَّمَدُ ﴾ [الإخلاص: ٢]

আল্লাহ অমুখাপেক্ষী। (সূরা ইখলাসঃ ২)

﴿ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ﴾ [الإخلاص: ٣]

তিনি কাউকেও জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। (সূরা ইখলাসঃ ৩)

﴿ وَلَمْ يَكُن لَّهُ كُفُوًا أَحَدٌ ﴾ [الإخلاص: ٤]

আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই। (সূরা ইখলাসঃ ৪)

এই সূরায় উল্লিখিত (الصَّمَدُ) শব্দের অর্থ হল, পূর্ণাঙ্গ। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِۦ شَىْءٌۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ﴾ [الشورى: ١١]

"তার মত কেউ নেই, তিনিই সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা।" (সূরা শুরাঃ ১১) কোন কোন আলেম তাওহীদকে দুই প্রকারে বিভক্ত করেছেন এবং তাওহীদে আসমা ও ছিফাতকে তাওহীদে রুবুবিয়্যার অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেন। এতে কোন বাধা নেই, কেননা, উভয় ধরনের প্রকার বিন্যাশের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট।

আর শিরক হলো তিন প্রকার যথা: (১) বড় শিরক (২) ছোট শিরক এবং (৩) সুক্ষ্ম বা গুপ্ত শিরক।

বড় শিরকের ফলে মানুষের আমল নষ্ট হয়ে যায় এবং তাকে জাহান্নামে চিরকাল থাকতে হবে; যদি সে এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿وَلَوْ أَشْرَكُوا۟ لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا۟ يَعْمَلُونَ﴾ [الأنعام: ٨٨]

"এবং তারা যদি আল্লাহর সাথে শিরক করে তাহলে তাদের সব কার্যক্রম নিষ্ফল হয়ে যায়।" (সূরা আল-আন'আম, আয়াত: ৮৮)

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেছেন:

﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا۟ مَسَٰجِدَ ٱللَّهِ شَٰهِدِينَ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِم بِٱلْكُفْرِ ۚ أُو۟لَٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَٰلُهُمْ وَفِى ٱلنَّارِ هُمْ خَٰلِدُونَ﴾ [التوبة: ١٧]

“মুশরিকদের জন্য আল্লাহর ঘর মসজিদ সংস্থানের কোনই প্রয়োজন নেই। অথচ নিজেরা কুফুরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে। ঐ সমস্ত লোকদের কৃতকর্মসমূহ ধ্বংস করে দেয়া হবে এবং তারা চিরকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে।” (সূরা আত-তাওবাহ: ১৭)

এই প্রকার শিরকের উপর কারো মৃত্যু হলে তাকে কখনও ক্ষমা করা হবে না এবং জান্নাত তার জন্য হারাম হয়ে যাবে। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ﴾ [النساء: ٤٨]

“নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ তা‘আলা শিরকের গুনাহ ক্ষমা করেন না। ইহা ছাড়া যা ইচ্ছা ক্ষমা দিতে পারেন।” (সূরা আন-নিসা: ৪৮)

আল্লাহ তায়ালা আরও বলেন:

﴿إِنَّهُۥ مَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ ٱللَّهُ عَلَيْهِ ٱلْجَنَّةَ وَمَأْوَىٰهُ ٱلنَّارُ ۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ﴾ [المائدة: ٧٢]

“নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে শিরক করে, তার জন্য বেহেশত হারাম হয়ে যায় এবং তার অবস্থান হয় জাহান্নামে। অবশ্যই অত্যাচারীদের জন্য কোনো সাহায্যকারী নেই।” (সূরা আল-মায়িদাহ: ৭২)

এই প্রকার শিরকের আওতায় পড়ে মৃত লোক ও প্রতিমার নিকট দু‘আ করা তাদের আশ্রয় প্রার্থনা করা, তাদের উদ্দেশ্যে মান্নত ও জবাই করা ইত্যাদি।

ছোট শিরক বলতে, এমন কর্ম বুঝায় যাকে কুরআন বা হাদীসে শিরক বলে নামকরণ হয়েছে, তবে তা বড় শিরকের আওতায় পড়ে না। যেমন কোনো কোনো কাজে রিয়া বা কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করা, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করা, আল্লাহ এবং অমুক যা চাইছেন তা হয়েছে” বলা ইত্যাদি। নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُم الشِّرْكُ الْأَصْغَرُ، قَالُوْا: وَمَا الشِّرْكُ الأصْغَرُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: الرِّيَاءُ)

“তোমাদের উপর যে বিষয়টির সবচেয়ে বেশী ভয় করি তা হলো ছোট শিরক” এই সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হলে রাসূল

(**সাল্লাল্লাহু** আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, সেটা হলো রিয়া অর্থাৎ কপটতা।"[১]

এই হাদীস ইমাম আহমদ, তাবারানী ও বায়হাকী মাহমূদ বিন লবীদ আনছারী (রা) থেকে জায়্যেদ সনদে বর্ণনা করেছেন। আর তাবারানী কতিপয় জায়্যেদ সনদে মাহমুদ বিন লবীদ থেকে, তিনি রাফে' বিন খাদীজ থেকে বর্ণনা করেছেন। অপর এক হাদীসে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

(مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُوْنَ اللهِ فَقَدْ أَشْرَكَ)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর নামে শপথ করবে তার এই কাজ শিরক বলে গণ্য হবে।"[২] ইমাম আহমদ বিশুদ্ধ সনদে উমর বিন খাত্তাব (রা) থেকে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন। আবূ দাউদ ও তিরমিযীতে আব্দুল্লাহ বিন উমর থেকে বিশুদ্ধ সনদে

১. মুসনাদে আহমাদ (৫/৪২৮)।
২. বুখারী: আল-আইমান ওয়ান-নুযুর পর্ব (৬২৭১), মুসলিম: আল-আইমান পর্ব (১৬৪৬), তিরমিযী: আন-নুযুর ওয়াল-আইমান পর্ব (১৫৩৩), নাসায়ী: আল-আইমান ওয়ান-নুযুর পর্ব (৩৭৬৪), আবু দাউদ: আল-আইমান ওয়ান-নুযুর পর্ব (৩২৪৯), ইবনে মাজাহ: আল-কাফফারাত পর্ব (২০৯৪), আহমাদ (১/৪৭), মুয়াত্তা মালিক: আন-নুযুর ওয়াল-আইমান পর্ব (১০৩৭), দারিমি: আন-নুযুর ওয়াল-আইমান পর্ব (২৩৪১)।

বর্ণিত হাদীসে আছে, নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন:

(مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ)

"যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে শপথ করল সে আল্লাহর সাথে কুফরী বা শিরক করল"।[১] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরেকটি বাণী:

(لَا تَقُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ)

"তোমরা এ কথা বল না যে আল্লাহ এবং অমুক যা চাইছেন তা-ই হয়েছে, বরং এভাবে বল 'আল্লাহ যা চাইছেন অতঃপর অমুক যা চাইছেন তা-ই হয়েছে।"[২] এই হাদীসটি আবূ দাউদ বিশুদ্ধ সনদে হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহ আনহু) থেকে বর্ণনা করেছেন।

১. বুখারী: আল-আদাব পর্ব (৫৭৫৭), মুসলিম: আল-আইমান পর্ব (১৬৪৬), তিরমিযী: আন-নুযুর ওয়াল-আইমান পর্ব (১৫৩৫), নাসায়ী: আল-আইমান ওয়ান-নুযুর পর্ব (৩৭৬৬), আবু দাউদ: আল-আইমান ওয়ান-নুযুর পর্ব (৩২৫১), ইবনে মাজাহ: আল-কাফফারাত পর্ব (২০৯৪), আহমাদ (২/৬৯), মুয়াত্তা মালিক: আন-নুযুর ওয়াল-আইমান পর্ব (১০৩৭), দারিমি: আন-নুযুর ওয়াল-আইমান পর্ব (২৩৪১)।

২. আবু দাউদ: আল-আদাব পর্ব (৪৯৮০), আহমাদ (৫/৩৯৯)।

এই প্রকার শিরক অর্থাৎ ছোট শিরকের কারণে বান্দাহ ধর্মত্যাগী হয় না বা ইসলাম থেকে সে বের হয়ে যায় না এবং জাহান্নামে সে চিরস্থায়ীও থাকবে না, কিন্তু তা অপরিহার্য পূর্ণ তাওহীদের পরিপন্থী।

তৃতীয় প্রকার শিরক অর্থাৎ সুক্ষ্ম শিরক: এর প্রমাণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর নিম্নোক্ত বাণী:

(أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِي مِنْ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الشِّرْكُ الْخَفِيُّ، يَقُومُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّي فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ نَظَرِ الرَّجُلِ إِلَيْهِ)

“হে সাহাবীগণ, আমি কি তোমাদের সেই বিষয়ের খবর দিব না যা আমার দৃষ্টিতে তোমাদের পক্ষে মসীহ দাজ্জাল থেকেও ভয়ঙ্কর? সাহাবীগণ উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, বলুন হে আল্লাহর রাসূল, তখন তিনি বললেন, সেটা হলো সুক্ষ্ম (গুপ্ত) শিরক, কোনো কোনো ব্যক্তি সালাতে দাড়িয়ে নিজের সালাত সুন্দর করার চেষ্টা করে এই ভেবে যে অপর লোক তার প্রতি তাকাচ্ছে।”[১] ইমাম আহমদ তাঁর মুসনাদ গ্রন্থে এই হাদীসটি আবূ সাঈদ খুদরী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণনা করেছেন।

১. ইবনে মাজাহ: জুহদ পর্ব (৪২০৪), আহমাদ (৩/৩০)।

যাবতীয় শিরক মাত্র দুই প্রকারেও বিভক্ত করা যেতে পারে: ছোট শিরক এবং বড় শিরক।

সুক্ষ্ম বা গুপ্ত শিরক ছোট এবং বড় উভয় প্রকার হতে পারে।

কখনও তা বড় শিরকের পর্যায়ে পড়ে: যেমন মুনাফিকদের শিরক; তারা নিজেদের ভ্রান্ত বিশ্বাস গোপন রেখে প্রাণের ভয়ে কপটতা বা রিয়ার প্রশ্রয়ে ইসলামের ভান করে চলে।

আবার সুক্ষ্ম শিরক ছোট শিরকের পর্যায়েও পড়তে পারে: যেমন, 'রিয়া' বা 'কপটতা' যার উল্লেখ মাহমুদ বিন লবীদ আনছারী ও আবূ সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত উপরিউক্ত হাদীসদ্বয়ে রয়েছে। আল্লাহই আমাদের তাওফীক দানকারী।

পঞ্চম দার্স

ইহসান প্রসঙ্গ

ইহসান হলো: তুমি আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে যেন তুমি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছ, আর যদি তুমি তাঁকে দেখতে না পাও তাহলে তোমার এ বিশ্বাস নিয়ে ইবাদত করা যে তিনি তোমাকে দেখছেন।

ষষ্ঠ দার্স

সালাতের শর্তাবলী

সেগুলো হলো নয়টি। যথা:

ইসলাম, বিবেক, (ভালো-মন্দ) পার্থক্য করার জ্ঞান, অপবিত্রতা হতে মুক্ত হওয়া, নাপাকী দূর করা, সতর ঢাকা, সালাতের ওয়াক্ত হওয়া, ক্বিবলার দিকে মুখ ফিরানো এবং নিয়ত করা।

সপ্তম দার্‌স

সালাতের রুকুনসমূহ

সালাতের রুকুন চৌদ্দটি; যথা:

(১) সামর্থ্য হলে দণ্ডায়মান হওয়া, (২) ইহরামের তাকবীর, (৩) সূরা ফাতেহা পড়া, (৪) রুকুতে যাওয়া, (৫) রুকু হতে উঠে সোজা দণ্ডায়মান হওয়া, (৬) সপ্তাঙ্গের উপর ভর করে সিজদা করা, (৭) সিজদা থেকে উঠা, (৮) উভয় সিজদার মধ্যে বসা, (৯) নামাজের সকল কর্ম সম্পাদনে স্থিরতা অবলম্বন করা, (১০) সকল রুকুন ধারাবাহিকভাবে তরতীবের সাথে সম্পাদন করা, (১১) শেষ বৈঠকে তাশাহুদ পড়া, (১২) তাশাহ্হুদ পড়াকালে বসা, (১৩) নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দরুদ পড়া (১৪) ডানে ও বামে দুই সালাম প্রদান।

অষ্টম দার্স

সালাতের ওয়াজিবসমূহ

সালাতের ওয়াজিব আটটি:

(১) ইহ্রামের তাকবীর ব্যতীত অন্যান্য তাকবীরগুলো

(২) ইমাম এবং একা নামাজীর জন্য سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه (সামি'আল্লাহু লিমান হামিদা) বলা।

(৩) সকলের জন্য رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْد (রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ) বলা ।

(৪) রুকুতে سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيْم (সুবহানা রব্বিয়াল 'আযীম) বলা

(৫) সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلى (সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা) বলা।

(৬) উভয় সিজদার মধ্যে رَبِّ اغْفِرْ لِيْ (রব্বিগ ফিরলী) বলা

(৭) প্রথম তাশাহ্হুদ পড়া।

(৮) প্রথম তাশাহ্হুদ পড়ার জন্য বসা।

নবম দার্‌স

তাশাহ্‌হুদ অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু এর বর্ণনা

সালাত আদায়কারী নিম্নরূপ বলবে:

(اَلتَّحِيَّاتُ لِلّٰهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ)

উচ্চারণ- "আত্-তাহিয়্যাতু লিল্লাহি ওয়াস্-সালাওয়াতু ওয়াত্-তাইয়িবাত। আস্-সালামু 'আলাইকা আইয়ুহান্-নাবিয়্যু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আস্-সালামু 'আলাইনা ওয়া 'আলা 'ইবাদিল্লাহিস্-সালিহীন। আশহাদু আন-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান্ 'আবদুহূ ওয়া রাসূলুহ।"

অর্থ: "যাবতীয় ইবাদত ও অর্চনা মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক সমস্তই আল্লাহর জন্য, হে নবী আপনার উপর আল্লাহর শান্তি, রহমত ও বরকত অবতীর্ণ হোক। আমাদের উপর এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণের উপরও শান্তি অবতীর্ণ হোক। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া ইবাদতের যোগ্য কোনো মা'বুদ নেই এবং আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

অতঃপর নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর দরুদ ও বরকতের দু'আ পড়তে গিয়ে বলবে:

(اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ)

উচ্চারণ- "আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিন্ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্ মজীদ। ওয়া বারিক 'আলা মুহাম্মাদিন্ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদ, কামা বারাকতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীম, ইন্নাকা হামীদুম্ মজীদ।"

অর্থ- "হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করুন, যেরূপ আপনি ইবরাহীম 'আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহীম 'আলাইহিস সালামের বংশধরদের ওপর রহমত বর্ষণ করেছেন। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অত্যন্ত মর্যাদার অধিকারী। হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশধরদের ওপর তেমনি বরকত দান

করুন যেমনি আপনি বরকত দান করেছেন ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম এবং ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বংশধরদের ওপর। নিশ্চয়ই আপনি অতি প্রশংসিত, অতি মর্যাদার অধিকারী"।

অতঃপর শেষ তাশাহ্হুদে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাইবে জাহান্নামের আজাব ও কবরের আজাব থেকে, জীবন-মৃত্যুর ফেতনা থেকে এবং মসীহ দাজ্জালের ফেতনা থেকে। তারপর নিজের পছন্দ মতো আল্লাহর কাছে দু’আ করবে, বিশেষ করে নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত দু‘আগুলো ব্যবহার করা সর্বোত্তম। তন্মধ্যে একটি হল নিম্নরূপ:

(اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا، وَلَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ، فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِنْ عِندِكَ وَارْحَمْنِي، إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ)

উচ্চারণ- আল্লাহুম্মা আ'ইন্নী 'আলা যিকরিকা ওয়া শুকরিকা ওয়া হুসনি 'ইবাদাতিকা, আল্লাহুম্মা ইন্নী যালামতু নাফসী যুলমান কাসীরান, ওয়া লা ইয়াগফিরুজ-যুনূবা ইল্লা আনতা, ফাগফিরলী মাগফিরাতাম-মিন 'ইন্দিকা, ওয়ারহামনী, ইন্নাকা আনতাল গাফূরুর রাহীম।

অর্থ: হে আল্লাহ! আমাকে তোমার যিকির, শুকরিয়া আদায় ও ভালোভাবে তোমারই ইবাদত করার তাওফীক দাও। আর, হে আল্লাহ! আমি আমার নিজের উপর অনেক বেশী যুলুম করেছি, আর তুমি ছাড়া গুনাহসমূহ মাফ করতে পারে না, সুতরাং তুমি তোমার নিজ গুণে আমাকে মার্জনা করে দাও এবং আমার প্রতি রহম করো, তুমি তো মার্জনাকারী অতি দয়ালু"।

আর প্রথম তাশাহহুদের পর, যোহর, আসর, মাগরিব ও ইশার নামাজে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে। আর যদি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর দরুদ পড়ে, তবে তা উত্তম; কারণ এ বিষয়ে সাধারণ অর্থবোধক হাদীস রয়েছে। এরপর তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়াবে।

দশম দার্‌স

সালাতের সুন্নাতসমূহ

তন্মধ্যে কয়েকটি হল:

(১) দোয়ায়ে ইস্তেফতা পাঠ করা।

(২) দাঁড়ানো অবস্থায় রুকুর পূর্বে ও পরে ডান হাতের তালু বাম হাতের উপর রেখে বুকের উপর ধারণ করা।

(৩) অঙ্গুলিসমূহ সংযুক্ত ও সরল রেখে উভয় হাত উভয় কাঁধ বা কান বরাবর উত্তোলন করা এবং তা প্রথম তাকবীর বলার সময়, রুকুতে যাওয়ার এবং রুকু থেকে উঠার সময় এবং প্রথম তাশাহ্হুদ শেষে তৃতীয় রাকাতের জন্য দাঁড়ানোর সময় করা।

(৪) রুকু এবং সিজদায় একাধিকবার তাসবীহ পড়া।

(৫) রুকু থেকে উঠে رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ (রব্বানা ওয়া লাকাল হামদ) বলার পর এবং উভয় সিজদার মধ্যে বসে মাগফিরাতের দু'আ পড়ার পর অতিরিক্ত দুআ বলা।

(৬) রুকু অবস্থায় পিঠ বরাবর মাথা রাখা।

(৭) সিজদাবস্থায় বাহুদ্বয় বক্ষের উভয় পার্শ্ব হতে এবং পেট উরুদ্বয় হতে ও উরুদ্বয়কে নলা হতে ব্যবধানে রাখা।

(৮) সিজদার সময় বাহুদ্বয় যমীন থেকে উপরে উঠায়ে রাখা।

(৯) প্রথম তাশাহ্হুদ পড়ার সময় ও সিজদার মধ্যবর্তী বৈঠকে বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা এবং ডান পা খাড়া করে রাখা।

(১০) শেষ তাশাহ্হুদে ‘তাওয়াররুক’ করে বসা। এর পদ্ধতি হলো, পাছার উপর বসে বাম পা ডান পার নীচে রেখে ডান পা খাড়া করে রাখা।

(১১) প্রথম ও দ্বিতীয় তাশাহুদে বসার শুরু থেকে তাশাহ্হুদ পড়ার শেষ পর্যন্ত শাহাদাত অঙ্গুলি দ্বারা ইশারা করা এবং দু‘আর সময় নাড়াচড়া করা।

(১২) প্রথম তাশাহ্হুদের সময় মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও তাঁর পরিবার-পরিজন এবং ইব্রাহীম (আ) ও তাঁর পরিবার-পরিজনের উপর দরুদ ও বরকতের দু‘আ করা।

(১৩) শেষ তাশাহ্হুদে দু‘আ করা।

(১৪) ফজর, জুমআ’, উভয় ঈদ ও ইস্তেসক্কার সালাতে এবং মাগরিব ও এশার সালাতের প্রথম দুই রাকাআতে উচ্চৈঃস্বরে ক্বিরাত পড়া।

(১৫) জোহর ও আছরের সালাতে, মাগরিবের তৃতীয় রাকআ'তে এবং ইশার শেষ দুই রাকআ'তে চুপে চুপে ক্বিরাত পাড়া।

(১৬) সূরা ফাতেহার অতিরিক্ত কুরআন পড়া।

এই সাথে হাদীসে বর্ণিত অন্যান্য সুন্নাতগুলোর প্রতিও খেয়াল রাখতে হবে; যেমন: ইমাম, মুকতাদী ও একা নামাজীর পক্ষে রুকু থেকে উঠার পর (রাব্বানা ওয়ালাকাল হাম্‌দ) বলার সাথে অতিরিক্ত যা পড়া হয় তাও সুন্নাত। এইভাবে রুকুতে অঙ্গুলিগুলো ফাঁক করে উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখা সুন্নাত।

একাদশ দার্‌স

সালাত বাতেলকারী বিষয়সমূহ

সালাতের বাতেলকারী বিষয় আটটি:

(১) জেনে-শুনে ইচ্ছাকৃত কথা বলা। না জানার কারণে বা ভুলে কথা বললে তাতে নামাজ বাতেল হয় না।

(২) হাসি,

(৩) খাওয়া,

(৪) পান করা,

৫) লজ্জাস্থানসহ নামাজে অবশ্যই আবৃত রাখতে হয় শরীরের এমন অংশ উন্মুক্ত হওয়া,

(৬) কিবলার দিক হতে অন্যদিকে বেশী ফিরে যাওয়া,

(৭) সালাতের মধ্যে পর পর অহেতুক কর্ম বেশী করা,

(৮) অযু নষ্ট হওয়া।

দ্বাদশ দার্‌স

অযুর শর্তসমূহ

অযুর শর্ত মোট দশটি; যথা:

১- ইসলাম, ২-বুদ্ধি সম্পন্ন হওয়া, ৩-ভাল-মন্দ পার্থক্যের জ্ঞান, ৪- নিয়ত, ৫-এই নিয়ত অযু শেষ না হওয়া পর্যন্ত বজায় রাখা, ৬-অযু ওয়াজিব করে এমন কাজ বন্ধ করা, ৭-অযুর পূর্বে ইস্তেনজা অথবা ইস্তেজমার করা, ৮-পানির পবিত্রতা ও তা ব্যবহারের বৈধতা, ৯-শরীরের চামড়া পর্যন্ত পানি পৌঁছার প্রতিবন্ধকতা দূর করা, ১০- সর্বদা যার অযুভঙ্গ হয় তার পক্ষে সালাতের সময় উপস্থিত হওয়া।

ত্রয়োদশ দার্স

অযুর ফরযসমূহ

এগুলো মোট ছয়টি; যথা:

১. মুখমন্ডল ধৌত করা; নাকে পানি দিয়ে ঝাড়া ও কুলি করা এর অন্তর্ভুক্ত, ২. কনুই পযর্ন্ত উভয় হাত ধৌত করা,

৩. সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করা, কানও এর অন্তর্ভুক্ত, ৪. অযুর কার্যাবলি পর্যায়ক্রমে সম্পন্ন করা ও ৬. এগুলো পরপর সম্পাদন করা।

উল্লেখ থাকে যে মুখমণ্ডল, উভয় হাত ও পা তিনবার করে ধৌত করা মুস্তাহাব। এইভাবে তিনবার কুল্লি করা ও নাকে পানি দিয়ে নাক ঝাড়া মুস্তাহাব। ফরয মাত্র একবারই। তবে, মাথা মাসেহ একাধিকবার করা মুস্তাহাব নয়। এই ব্যাপারে কতিপয় ছহীহ হাদীস বর্ণিত আছে।

চতুর্দশ দার্‌স

অযু ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

আর তা হল মোট ছয়টি; যথা:

১. মূত্রনালি ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া,

২. দেহ থেকে স্পষ্ট অপবিত্র কোনো পদার্থ নির্গত হওয়া,

৩. নিদ্রা বা অন্য কোনো কারণে জ্ঞান হারা হওয়া,

৪. কোনো আবরণ ব্যতীত হাত দ্বারা সম্মুখ বা পিছনের লজ্জাস্থান স্পর্শ করা,

৫. উটের মাংস ভক্ষণ করা এবং

৬. ইসলাম পরিত্যাগ করা।

আল্লাহ পাক আমাদের ও অন্যান্য মুসলমানদের এ থেকে পানাহ দান করুন।

বি. দ্র. মুর্দার গোসল দেওয়ার ব্যাপারে সঠিক মত হলো যে এতে অযু ভঙ্গ হয় না। অধিকাংশ আলেমগণের এই অভিমত। কারণ, অযু ভঙ্গের পক্ষে কোনো প্রমাণ নেই। তবে যদি গোসল দাতার হাত কোনো আবরণ ব্যতিরেকে মুর্দার লজ্জাস্থান স্পর্শ করে তাহলে তার উপর অযু ওয়াজিব হয়ে যাবে।

কোনো আবরণ ব্যতিরেকে মুর্দার লজ্জাস্থানে যাতে হাত স্পর্শ না করে তৎপ্রতি গোসল দাতার অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে।

অনুরূপভাবে স্ত্রীলোক স্পর্শে কোন ভাবেই অযু ভঙ্গ হয়না, তা কামভাব সহকারে হোক বা বিনা কামভাবে হোক। আলেমগণের সঠিক অভিমত এটাই। কোনো কিছু বের না হলে অযু নষ্ট হয় না। এর প্রমাণ নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার কোনো কোনো স্ত্রীকে চুমু খাওয়ার পর সালাত আদায় করেছেন, অথচ পুনরায় অযু করেননি।

উল্লেখযোগ্য যে, সূরা নিসা ও সূরা মায়েদার দুই আয়াতে যে স্পর্শের কথা বলা হয়েছে:

﴿أَوۡ لَٰمَسۡتُمُ ٱلنِّسَآءَ﴾ [النساء: ٤٣]

(অথবা তোমরা স্ত্রীলোক স্পর্শ কর) (সূরা আন-নিসা: ৪৩) তা সহবাসের অর্থে বলা হয়েছে। আলেমগণের সঠিক অভিমত তাই। ইবন আব্বাস সহ পূর্ববর্তী ও পরবর্তী ধর্মীয় একদল আলেমেরও এই অভিমত। আল্লাহ পাকই আমাদের তাওফীক দাতা।

পঞ্চদশ দার্স
প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষে ইসলামী চরিত্রে বিভূষিত হওয়া

ইসলামী চরিত্রের মধ্যে রয়েছে: সততা, বিশ্বস্ততা, নৈতিক ও চারিত্রিক পবিত্রতা, লজ্জা, সাহস, দানশীলতা, প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা, আল্লাহ তা‘আলা কর্তৃক হারামকৃত বিষয় থেকে দূরে থাকা, প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার, সাধ্যমতো অভাবগ্রস্ত লোকের সাহায্য করা এবং অন্যান্য সৎচরিত্রাবলি যেগুলোর বৈধতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও সুন্নায় প্রমাণ পাওয়া যায়।

ষষ্ঠদশ দার্‌স

ইসলামী আদব-কায়দায় শিষ্ঠাচার হওয়া

এর মধ্যে রয়েছে: সালাম প্রদান, হাসিমুখে সাক্ষাৎ প্রদান, ডান হাতে পানাহার করা, পানাহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ এবং শেষে আল-হামদুলিল্লাহ বলা, হাঁচি দেয়ার পর 'আলহামদু লিল্লাহ' বলা এবং এর উত্তরে অপরজন কর্তৃক 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' (আল্লাহ তোমার উপর রহম করুন) বলা। অসুস্থ ব্যক্তিকে দেখতে যাওয়া এবং জানাযার নামাজ ও দাফনে অংশগ্রহণ করা। মসজিদে বা ঘরে প্রবেশ ও বের হওয়ার সময়, সফরকালে, পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী ও ছোট-বড় সকলের সাথে ব্যবহার কালে শরীয়তের আদাবসমূহ পালন করে চলা, নবজাত শিশুর জন্মে অভিনন্দন জানানো, বিবাহ উপলক্ষে বরকতের দু'আ করা এবং বিপদে ও মৃত্যুতে সান্ত্বনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করাসহ বস্ত্র পরিধান ও খোলা এবং জুতা ব্যবহারের সময় ইসলামী আদাব-কায়দা মেনে চলা।

সপ্তদশ দার্‌স

শিরক ও বিভিন্ন প্রকার পাপ থেকে সতর্ক থাকা।

এর মধ্যে অন্যতম হলো, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয়, যথা: ১। আল্লাহর সাথে শিরক করা, ২। যাদু করা, ৩। অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ পাক নিষিদ্ধ করে রেখেছেন, ৪। এতিমের সম্পদ অবৈধ পন্থায় ভক্ষণ করা, ৫। সুদ গ্রহণ করা, ৬। যুদ্ধের দিন ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করা, ৭। এবং সতী-সাধ্বী মুমিনা সরলমনা নারীদের প্রতি ব্যভিচারের অপবাদ দেওয়া।

বড় বড় পাপের মধ্যে আরও রয়েছে; যেমন: মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, রক্ত সম্পর্ক ছিন্ন করা, মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান করা, মিথ্যা শপথ গ্রহণ করা, প্রতিবেশীকে যন্ত্রণা দেওয়া, রক্ত, সম্পদ ও মান-সম্মানের উপর যুলুম করা, মাদক সেবন করা, জুয়া খেলা, গিবত করা, চোগলখোরী করা ইত্যাদি যা আল্লাহ পাক অথবা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন।

অষ্টাদশ দার্স

মৃত ব্যক্তির কাফন-দাফনের ব্যবস্থাপনা ও জানাযার নামাজ পড়া

নিম্নে এর বিস্তারিত আলোচনা করা হলো:

প্রথমত: কোনো ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন হলে তাকে কালেমার তালকীন দেয়া।

কোনো ব্যক্তির মৃত্যু আসন্ন হলে তাকে কালেমা (لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ) এর তালকীন দেয়া শরীয়তসম্মত। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর হাদীসে এসেছে, তিনি বলেন:

(لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ)

তোমরা তোমাদের মৃতদেরকে “লাইলাহা ইল্লাল্লাহু” তালকীন দাও।”[১] সহীহ মুসলিম। এই হাদীসে মৃতদের বলতে ঐ সব মরণাপন্ন লোকদের কথা বলা হয়েছে যাদের উপর মৃত্যুর লক্ষণসমূহ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

১. সহীহ মুসলিম: আল-জানায়েয (৯১৬), তিরমিযী: আল-জানায়েয (৯৭৬), নাসায়ী: আল-জানায়েয (১৮২৬), আবু দাউদ: আল-জানায়েয (৩১১৭), ইবনে মাজাহ: মা জাআ ফিল-জানায়েয (১৪৪৫), আহমাদ (৩/৩)।

দ্বিতীয়ত: কোনো মুসলমানের মৃত্যু নিশ্চিত হলে তার চক্ষুদ্বয় মুদিত এবং উভয় চোয়াল বেঁধে রাখতে হয়। যেহেতু সুন্নাতে তার প্রমাণ রয়েছে।

তৃতীয়ত: মৃত মুসলমানের গোসল করানো ওয়াজিব। তবে যুদ্ধের ময়দানে মৃত্যুর শহীদের,

গোসল করানো হয় না, না তার উপর জানাজার নামাজ পড়া হয়; বরং তার পরিহিত বস্ত্রেই তাকে দাফন করা হয়। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) উহুদের যুদ্ধে মৃতদের গোসল করাননি এবং তাদের উপর নামাজও পড়েননি।

চতুর্থত: মৃতের গোসল করানোর পদ্ধতি।

গোসল করানোর সময় প্রথমে মৃত ব্যক্তিক লজ্জাস্থান আবৃত করে নিবে। তারপর তাকে একটু উঠিয়ে আস্তে আস্তে তার পেটের উপর চাপ দিবে। পরে গোসলদানকারী ব্যক্তি নিজের হাতে একটা নেকড়া বা অনুরূপ কিছু প্যাঁচিয়ে নিবে যাতে মৃতের মলমঊত্র থেকে নিজেকে রক্ষা করে নিতে পারে। তারপর মৃত ব্যক্তিকে সে নামাজের অযু করাবে এবং তার মাথা ও দাড়ি বরই

পাতা বা অনুরূপ কিছুর পানি দিয়ে ধৌত করবে। অতঃপর তার দেহের ডান পার্শ্ব, তারপর বাম পার্শ্ব ধৌত করবে। এইভাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার ধৌত করবে। প্রতিবার হাত দিয়ে পেটের উপর চাপ দিবে। কিছু বের হলে তা ধৌত করে নিবে এবং তুলা বা অনুরূপ কিছু দিয়ে স্থানটি বন্ধ করে রাখবে। এতে যদি বন্ধ না হয় তাহলে পুড়ামাটি অথবা আধুনিক কোনো ডাক্তারি পদ্ধতি অনুসারে যেমন প্লাস্টার বা অন্য কিছু দিয়ে বন্ধ করতে হবে।

তারপর পুনরায় অযু করাবে। যদি তিনবারে পরিষ্কার না হয় তাহলে পাঁচ থেকে সাতবার ধৌত করাবে। এরপর কাপড় দ্বারা শুকিয়ে নিবে এবং সিজদার অঙ্গ ও অপ্রকাশ্য স্থানসমূহে সুগন্ধি লাগাবে। আর যদি সমস্ত শরীরে সুগন্ধি লাগানো যায় তাহলে আরো ভালো। এই সাথে তার কাফনগুলো ধুপ-ধুনা দিয়ে সুগন্ধি করে নিবে। যদি তার গোফ বা নখ লম্বা থাকে তা কেটে নিবে, তবে চুল বিন্যাস করবেনা। আর তার লজ্জাস্থানের চুল পরিষ্কার করবে না বা তাকে খাতনা করাবে না। যেহেতু এ বিষয়ে কোনো

প্রমাণ নেই। স্ত্রীলোক হলে তার চুল তিনগুচ্ছে বিভক্ত করে পিছনের দিকে ছেড়ে রাখবে।

পঞ্চমত: মৃত্যের কাফন: সাদা বর্ণের তিনখানা কাপড়ে পুরুষের কাফন দেওয়া উত্তম। জামা বা পাগড়ী এর অন্তর্ভুক্ত নয়। এইভাবে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাফন দেয়া হয়েছিল। মৃতকে এর ভিতরে পর্যায়ক্রমে রাখা হয়। একটা জামা, একটা ইজার ও একটা লেফাফার দ্বারা কাফন দিলেও চলে।

স্ত্রীলোকের কাফন পাঁচ টুকরা কাপড়ে দেওয়া হয়, সেগুলো হলো-চাদর, মুখবরণ, ইজার ও দুই লেফাফা। ছোট বালকের কাফন এক থেকে তিন কাপড়ের মধ্যে দেওয়া যায় এবং ছোট বালিকার কাফন এক জামা ও দুই লেফাফায় দেওয়া হয়।

সকলের পক্ষে একখানা কাপড়ই ওয়াজিব যা মৃত্যের সম্পূর্ণ শরীর আবৃত করে রাখতে পারে। তবে মৃত ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় হলে তাকে বরই পাতার সিদ্ধ পানি দিয়ে গোসল দিতে হয় এবং তাকে তার ইজার ও চাদর অথবা অন্য কাপড়ে কাফন দিলেও চলে। তবে তার মস্তক ও চেহারা আবৃত করা যাবে না

বা তার কোনো অঙ্গে সুগন্ধিও লাগানো যাবে না। কেননা, ক্বিয়ামতের দিন সে তালবিয়া পাঠ করতে করতে উত্থিত হবে। এই সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বিশুদ্ধ হাদীস বর্ণিত আছে। আর যদি মুহরিম স্ত্রীলোক হয় তাহলে অন্যান্য স্ত্রীলোকের ন্যায় তার কাফন হবে। তবে তার গায়ে সুগন্ধি লাগানো যাবে না এবং নেকাব দিয়ে চেহারা বা মোজা দিয়ে তার হস্তদ্বয় আবৃত করা যাবে না, বরং কাফনের কাপড় দিয়েই আবৃত করা হবে। ইতিপূর্বে মেয়েলোকের কাফন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠমত: মৃত ব্যক্তির গোসল, দাফন করা ও তার উপর জানাযার নামাজ পড়ার অধিকতর হকদার ব্যক্তি

মৃত ব্যক্তি জীবদ্দশায় যাকে অছিয়ত করে যাবে সেই হবে তার গোসল, দাফন করা ও তার উপর জানাযার নামাজ পড়ার অধিকতর হকদার। তারপর তার পিতা, তারপর তার পিতামহ, তারপর তার বংশে অধিকতর ঘনিষ্ঠ লোকের হক হবে।

এইভাবে স্ত্রীলোক যাকে অছিয়ত করবে সেই হবে উপরিউক্ত কাজগুলো সম্পাদনের অধিকতর হকদার। তারপর তার মাতা, তারপর দাদী, তারপর পর্যায়ক্রমে বংশের অধিকতর ঘনিষ্ঠ মেয়েরা হবে। স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে একে অপরের গোসল দিতে পারে। আবূ বকর সিদ্দিক রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তাঁর স্ত্রী গোসল দিয়েছিলেন এবং আলী রাযিয়াল্লাহু আনহু তার স্ত্রী ফাতিমা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে গোসল দিয়েছিলেন।

সপ্তমত: জানাযার সালাতের পদ্ধতি

জানাযার নামাজে চার তাকবীর দেওয়া হয়। প্রথম তাকবীরের পর সূরা ফাতেহা পড়া হয়। এর সাথে যদি ছোট কোন সূরা বা দু এক আয়াত কুরআন পড়া হয় তা হলে ভাল। কারণ, এই সম্পর্কে ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) থেকে ছহীহ হাদীস বর্ণিত আছে। এরপর দ্বিতীয় তাকবীর দেওয়া হলে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লাম) এর উপর সে দরূদ পড়তে হয় যা নামাজে তাশাহুদের (আত্তাহিয়্যাতুর) সাথে পড়া হয়। তারপর তৃতীয় তাকবীর দিয়ে নিম্নলিখিত দু'আ করা হয়:

(اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَيِّتِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا، اللَّهُمَّ مَنْ أَحْيَيْتَهُ مِنَّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ، وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، وَارْحَمْهُ، وَعَافِهِ، وَاعْفُ عَنْهُ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ وَالثَّلْجِ وَالْبَرَدِ، وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ، وَافْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ، وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ، اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ)

উচ্চারণ- "আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লিহাইয়্যিনা ওয়া মাইয়্যিতিনা, ওয়া শাহিদিনা ওয়া গায়িবিনা, ওয়া সাগীরিনা ওয়া কাবীরিনা, ওয়া যাকারিনা ওয়া উনসানা, আল্লাহুম্মা মান আহ্‌ইয়াইতাহু মিন্‌না ফাহ্‌ইহি আলাল ইসলাম, ওয়ামান তাওয়াফ্‌ফাইতাহু মিন্‌না ফাতাওয়াফ্‌ফাহু আলাল ঈমান, আল্লাহুম্মাগ্‌ফির লাহু, ওয়ারহামহু, ওয়া 'আফিহি, ওয়া'ফু আনহু, ওয়া আকরিম নুযুলাহু, ওয়া ওয়াস্‌সি' মুদখালাহু, ওয়াগ্‌সিলহু বিল্‌মা-ই ওয়াস্‌ সালজি ওয়াল বারাদ, ওয়া নাক্কিহি মিনাল খাতায়া কামা ইউনাক্কাস্‌ সাওবুল আবইয়াদু মিনাদ দানাস, ওয়া আব্‌দিলহু দারান খাইরাম

মিন দারিহি, ওয়া আহলান খাইরাম মিন আহলিহি, ওয়া আদখিলহুল জান্নাহ, ওয়া আ'ইযহু মিন 'আজাবিল কবরি ওয়া 'আজাবিন্নার, ওয়াফ্সাহ্ লাহু ফি কবরিহি, ওয়া নাও্বির লাহু ফিহি, আল্লাহুম্মা লা তাহরিম্না আজরাহু ওয়ালা তুদিল্লানা বা'দাহ।"

অর্থ: "হে আল্লাহ! আমাদের জীবিত ও মৃত, উপস্থিত, ও অনুপস্থিত, ছোট, ও বড়, নর ও নারীদিগকে ক্ষমা করো, হে আল্লাহ! আমাদের মাঝে যাদের তুমি জীবিত রেখেছো তাদেরকে ইসলামের উপর জীবিত রাখো, আর যাদেরকে মৃত্যু দান করো তাদেরকে ঈমানের সাথে মৃত্যু দান করো। হে আল্লাহ! তুমি এই মৃত্যুকে ক্ষমা করো, তার উপর রহম করো, তাকে পূর্ণ নিরাপত্তায় রাখো, তাকে মার্জনা করো, মার্যাদার সাথে তার আতিথেয়তা করো। তার বাসস্থানটি প্রশস্ত করে দাও, তুমি তাকে ধৌত করে দাও, পানি বরফ ও শিশির দিয়ে, তুমি তাকে গুনাহ হতে এমনভাবে পরিস্কার করো যেমন সাদা কাপড় ধৌত করে ময়লামুক্ত করা হয়। তার এই (দুনিয়ার) বাসস্থানের বদলে

উত্তম বাসস্থান প্রদান করো, তার এই পরিবার হতে উত্তম পরিবার দান করো, তুমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও, আর তাকে কবরের আযাব এবং দোযখের আযাব হতে বাঁচাও। তার কবর প্রশস্ত করে দাও এবং তার জন্য তা আলোকময় করে দাও। হে আল্লাহ! আমাদেরকে তার সওয়াব হতে বঞ্চিত করোনা এবং তার মৃত্যুর পর আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করো না।" অতঃপর চতুর্থ তাকবীর দিয়ে ডান দিকে এক সালামের মাধ্যমে নামাজ শেষ করা হয়।

জানাযার নামাজে প্রত্যেক তাকবীরের সাথে হাত উঠানো মুস্তাহাব। যদি মৃত ব্যক্তি নারী হয় তাহলে

اَللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (আল্লাহুম্মাগ ফিরলাহু) এর পরিবর্তে

اَللهُمَّ اغْفِرْ لَهَا (আল্লাহুম্মাগ ফিরলাহা) অর্থাৎ আরবী স্ত্রীলিঙ্গের সর্বনাম যোগ করে পড়তে হয়। আর যদি মৃত্যের সংখ্যা দুই হয় তাহলে اَللهُمَّ اغْفِرْ لَهُمَا (আল্লাহুম্মাগ ফিরলাহুমা) এবং এর বেশী

হলে .... اَللهُمَّ اغْفِرْ لَهُمْ (আল্লাহুম্মাগ ফিরলাহুম) অর্থাৎ সংখ্যা হিসেবে সর্বনাম ব্যবহার করতে হয়।

মৃত যদি শিশু হয় তাহলে উপরিউক্ত মাগফিরাতের দু'আর পরিবর্তে এই দোয়া পড়া হবে:

(اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًا، اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا، وَأَعْظِمْ بِهِ أُجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ سَلَفِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كَفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ)

উচ্চারণ- "আল্লাহুম্মাজ্'আলহু ফারাতান ওয়া যুখরান লি-ওয়ালিদাইহি, ওয়া শাফী'আন মুজাবান, আল্লাহুম্মা সাক্কিল বিহি মাওয়াজীনাহুমা, ওয়া আ'জিম বিহি উজূরাহুমা, ওয়া আলহিকহু বি-সালিহি সালাফিল মুমিনীন, ওয়াজ্'আলহু ফি কাফালাতি ইবরাহীমা 'আলাইহিস্ সালাতু ওয়াস্ সালাম, ওয়া কিহি বিরাহমাতিকা 'আযাবাল জাহীম।"

অর্থ: "হে আল্লাহ! এই বাচ্চাকে তার পিতা-মাতার জন্য "ফারাত" (অগ্রবর্তী নেকী) ও "যুখর" (সযত্নে রক্ষিত সম্পদ)

হিসাবে কবুল করো এবং তাকে এমন সুপারিশকারী বানাও যার সুপারিশ কবুল করা হয়। হে আল্লাহ! এই (বাচ্চার) দ্বারা তার পিতা-মাতার সওয়াবের ওজন আরো ভারী করে দাও এবং এর দ্বারা তাদের নেকী আরো বড় করে দাও। আর একে নেক্কার মু'মিনদের অন্তর্ভুক্ত করে দাও এবং ইব্‌রাহীম (আ) এর দলে রাখো, একে তোমার রহমতের দ্বারা জাহান্নামের আযাব হতে বাঁচাও।"

সুন্নাত হলো ইমাম মৃত পুরুষের মাথা বরাবর দাঁড়াবে এবং স্ত্রীলোক হলে তার দেহের মধ্যাংশ বরাবর দাঁড়াবে।

মৃত্যের সংখ্যা একাধিক হলে পুরুষের মৃতদেহ ইমামের নিকটবর্তী থাকবে এবং স্ত্রীলোকের মৃতদেহ কিবলার নিকটবর্তী থাকবে। তাদের সাথে বালক-বালিকা হলে পুরুষের পর স্ত্রীলোকের আগে বালক স্থান পাবে, তারপর স্ত্রীলোক এবং সর্বশেষে বালিকার স্থান হবে। বালকের মাথা পুরুষের মাথা বরাবর এবং স্ত্রীলোকের মধ্যাংশ পুরুষের মাথা বরাবর রাখা হবে। এইভাবে বালিকার মাথা স্ত্রীলোকের মাথা বরাবর এবং

বালিকার মধ্যাংশ পুরুষের মাথা বরাবর রাখা হবে। সব মুছাল্লীগণ ইমামের পিছনে দাঁড়াবে। তবে যদি কোনো লোক ইমামের পিছনে দাঁড়াবার স্থান না পায় তাহলে সে ইমামের ডান পার্শ্বে দাঁড়াতে পারে।

অষ্টমত: মৃতের দাফন প্রক্রিয়া

শরীয়ত মতে কবর একজন পরুষের মধ্যভাগ পরিমাণ গভীর এবং কেবলার দিক দিয়ে লহদ (বগলী কবর) আকারে করতে হবে। মৃতকে তার ডান পার্শ্বের উপর সামান্য কাত করে লাহাদে শায়িত করবে। তারপর কাফনের গিঁট খুলে দিবে, তবে কাপড় খুলবে না, বরং এইভাবেই ছেড়ে দিবে। মৃত ব্যক্তি পুরুষ হোক আর নারী হোক কবরে রাখার পর তার চেহারা উন্মুক্ত করা যাবে না। এরপর ইট খাড়া করে সেগুলো কাদা দিয়ে জমাট করে রাখবে, যাতে ইটগুলো স্থির থাকে এবং মৃতকে পতিত মাটি থেকে রক্ষা করে।

যদি ইট না পাওয়া যায় তাহলে অন্য কিছু যেমন, তক্তা, পাথর খণ্ড অথবা কাঠ মৃতের উপর খাড়া করে রাখবে যাতে

মাটি থেকে তাকে রক্ষা করে। তারপর এর উপর মাটি ফেলা হবে এবং এই মাটি ফেলার সময়:

(بِسْمِ اللهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللهِ)

উচ্চারণ- "বিসমিল্লাহি ওয়া' মিল্লাতি রাসূলিল্লাহ"

অর্থ- আল্লাহর নামে এবং রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর দ্বীনের উপর রাখলাম) বলা মুস্তাহাব। কবর এক বিঘত পরিমাণ উঁচু করবে এবং এর উপরে সম্ভব হলে কঙ্কর রেকে পানি ছিটিয়ে দিবে।

মৃতের দাফন করতে যারা শরীক হবে তাদের পক্ষে কবরের পার্শ্বে দাঁড়িয়ে মৃতের জন্য দু'আ করার বৈধতা রয়েছে। এর প্রমাণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) যখন দাফন কাজ শেষ করতেন তখন তিনি কবরের পার্শ্বে দাঁড়াতেন এবং লোকদের বলতেন:

(اِسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ، وَاسْأَلُوا لَهُ التَّثْبِيتَ، فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ)

"তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য মাগফিরাতে কামনা করো এবং ঈমানের উপর স্থির থাকার জন্য দু'আ করো; কেননা, এখনই তার সওয়াল-জওয়াব শুরু হচ্ছে।"[১]

নবমত: দাফনের পূর্বে যে মৃত্যের উপর জানাযা পড়া হয়নি সে ব্যক্তিকে দাফনের পর নামাজ পড়া যেতে পারে

কেননা, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা করেছেন। তবে এই নামাজ একমাস বা তার কম সময়ের মধ্যে হতে হবে, এর বেশী হলে কবরের উপর নামাজ পড়া বৈধ হবে না। কেননা, দাফনের একমাস পর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কোনো মৃতের উপর নামাজ পড়েছেন এমন কোন হাদীস পাওয়া যায় না।

দশমত: উপস্থিত লোকদের জন্য মৃত্যের পরিবার-পরিজনের পক্ষে খাদ্য প্রস্তুত করা জায়েজ নয়

কেননা প্রসিদ্ধ সাহাবী হজরত জাবির বিন আব্দুল্লাহ আল-বাজালী (রা) বলেন:

(كُنَّا نَعُدُّ الاِجْتِمَاعَ إِلَى أَهْلِ الْمَيِّتِ وَصَنْعَةَ الطَّعَامِ بَعْدَ الدَّفْنِ مِنْ النِّيَاحَةِ)

১. আবু দাউদ: জানায়েয পর্ব (৩২২১)

“মৃত্যের পরিবার-পরিজনের নিকট সমবেত হওয়া এবং দাফনের পর খাদ্য প্রস্তুত করাকে আমরা মৃত্যের উপর ‘নিয়াহা’ (বিলাপ) বলে গণ্য করতাম।” (এই হাদীস ইমাম আহমদ হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।) তবে মৃতের পরিবার-পরিজনের জন্য বা তাদের মেহমানদের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করতে আপত্তি নেই। এভাবে তাদের জন্য মৃতের আত্মীয়-স্বজন ও প্রতিবেশীদের পক্ষ থেকে খাদ্য সরবাহ করা জায়েয আছে। এর প্রমাণ, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর কাছে যখন হযরত জাফর বিন আবূ তালিব (রা.) এর মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি স্বীয় পরিবারবর্গকে বললেন: “জাফর পরিবারের জন্য খাদ্য প্রস্তুত করে পাঠাও।” আরো বললেন যে,

(إِنَّهُ أَتَاهُمْ مَا يَشْغَلُهُمْ)

“তাদের উপর এমন মুছিবত নেমে আসছে যা তাদেরকে খাদ্য প্রস্তুত থেকে বিরত করে ফেলেছে।”[১]

মৃতের পরিবার-পরিজনের জন্য যে খাদ্য পাঠানো হয় তা খাওয়ার জন্য প্রতিবেশীদের বা অন্যদের আহ্বান করা বৈধ। এর জন্য কোনো নির্দিষ্ট সময়-সীমা আছে বলে আমাদের জানা নেই।

১. তিরমিযী: জানায়েয পর্ব (৯৯৮), আবু দাউদ: জানায়েয পর্ব (৩১৩২), ইবনে মাজাহ: মা জাআ ফিল জানায়েয (১৬১০)।

একাদশ: কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী ব্যতীত বা গর্ভবতী হওয়া ব্যতীত কোনো মৃত্যের উপর তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ জায়েয নয়

কোনো স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামী ব্যতীত অপর কোনো মৃতের উপর তিন দিনের বেশী শোক প্রকাশ জায়েয নয়। স্ত্রীলোকের পক্ষে স্বামীর উপর চারমাস দশ দিন পর্যন্ত শোক প্রকাশ ওয়াজিব। তবে গর্ভবর্তী হলে সন্তান প্রসব পর্যন্ত শোক পালন করতে হয়। এই সম্পর্কে রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) থেকে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস আছে।

পুরুষের পক্ষে কোনো মৃত্যের উপর সে আত্মীয় হোক আর অনাত্মীয় হোক শোক পালন জায়েয নয়।

দ্বাদশ: সময়ে সময়ে পুরুষদের পক্ষে কবর জিয়ারত করা শরীয়তসম্মত এবং এর উদ্দেশ্য হবে মৃতদের জন্য দু'আ, রহমাত কামনা এবং মরণ ও মরণোত্তর অবস্থা স্মরণ করা

কেননা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন:

(زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ)

"তোমরা কবর যিয়ারত করো, কেননা, তা তোমাদের আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে"[১] সহীহ মুসলিম। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার সাহাবীগণকে শিক্ষা দিয়ে বলতেন যে, তারা যখন কবর যিয়ারতে যাবে তখন যেন বলে:

(السَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ، نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ، يَرْحَمُ اللَّهُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ)

উচ্চারণ- "আস্‌সালামু 'আলাইকুম আহলাদ দিয়ারি মিনাল মুমিনীনা ওয়াল মুসলিমীন, ওয়া ইন্না ইন শা'আল্লাহু বিকুম লাহিকুন, নাস্‌আলুল্লাহা লানা ওয়ালাকুমুল 'আফিয়া, ইয়ারহামুল্লাহুল মুতাকাদ্দিমীনা মিন্না ওয়াল মুস্তা'খিরীন।"

অর্থ- "তোমাদের প্রতি সালাম হোক হে কবরবাসী মু'মিন-মুসলমানগণ, ইনশা আল্লাহ আমরাও অবশ্যই তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি, আমরা আমাদের এবং তোমাদের সবার জন্য আল্লাহর নিকট শান্তি ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করছি। আল্লাহ অগ্রগামী পশ্চাৎগামী আমাদের সবার প্রতি দয়া করুন।"[২]

---

১. মুসলিম: আল-জানায়েয পর্ব (৯৭৬), নাসায়ী: আল-জানায়েয পর্ব (২০৩৪), আবু দাউদ: আল-জানায়েয পর্ব (৩২৩৪), ইবনে মাজাহ: মা জাআ ফিল-জানায়েজ (১৫৬৯), আহমাদ (২/৪৪১)।

২. মুসলিম: আল-জানায়েয পর্ব (৯৭৫), নাসায়ী: আল-জানায়েয পর্ব (২০৪০), ইবনে মাজাহ: মা জাআ ফিল-জানায়েয (১৫৪৭), আহমাদ (৫/৩৫৩)।

মেয়ে লোকের পক্ষে কবর যিয়ারত বৈধ নয়। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কবর জিয়ারতকারী নারীদের অভিশাপ করেছেন। এতদ্ব্যতীত মেয়েদের কবর জিয়ারতে ফেতনা ও অধৈর্য সৃষ্টির ভয় রয়েছে। এইভাবে মেয়েদের পক্ষে কবর পর্যন্ত জানাযার অনুগমন করা বৈধ নয়। কেননা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাদেরকে এথেকে বারণ করেছেন। তবে মসজিদে বা অন্য কোনো স্থানে মৃতের উপর জানাযার নামাজ পড়া নারী পুরুষ সকলের জন্য বৈধ।

সাধ্যমত দারসসমূহ সংকলনের কাজ এখানেই সমাপ্ত হলো। আল্লাহ তা'আলা আমাদের নবী মুহাম্মাদ এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীগণের ওপর সালাত ও সালাম বর্ষণ করুন।

هدية
HADIYAH

The Encyclopedia of Ar-Rahman's Guests

Selected material for Pilgrims and Um-rah teaching it in languages of the world.

978-603-8474-72-3